যুগান্তর

28 MAR 2013

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আইন শিক্ষার গুরুত্ব

বর্তমানে প্রাইমারি শিক্ষা পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষকদের নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আমাদের জীবনের সঙ্গে আইন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমি যখন একজন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি তখন ওই ডাক্তার আমাকে সঠিক চিকিৎসা দেবেন। নইলে তিনি হবেন অপরাধী এবং তার জন্য আছে শাস্তির বিধান। আমাদের দেশে এমন অনেক ডাক্তার আছে। কিন্তু তাদের কয়জনের বিচার হয়? একটি মেয়েকে যখন যৌতুকের কারণে নির্যাতন করা হয় তখন সে আত্মহত্যা করে। যেখানে আইন আছে বিচার আছে সেখানে যৌতুকের মতো জঘন্য অন্যায় কেন হয়? কেন সীমাহীন কষ্টে মা বোনেরা আত্মহত্যা করে? তাহলে কি আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই? আসলে আইন সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব কম। ৩টিকতক মানুষ আইন সম্পর্কে সচেতন। অধিকাংশই জানে না কিভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কিভাবে তারা ন্যায়বিচার পেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার আধুনিকীকরণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসবে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি আইন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় পাঠ্যবইয়ে সংযোজন করা হয় তাহলে এই ব্যবস্থা আশা করি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। সব শিশু আইন সম্পর্কে সচেতন হবে, বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। গ্রামের মানুষ অধিকাংশই অতি অশিক্ষিত, ফলে এসব স্থানে প্রতিনিয়ত কুসংস্কারপূর্ণ আইনের প্রয়োগ হচ্ছে। এক্ষেত্রে শিশুরা যখন স্কুলে আইন শিক্ষা গ্রহণ করবে তখন তারা সচেতন হবে এ বিষয়ে। তারা বুঝতে শিখবে একজন গ্রামা মোড়ল ইচ্ছা করলে কোন কৃষকের জমি দখল করতে পারে না। শিখবা তাদের পরিবারকে আশপাশের দশজনকে জানাতে পারবে কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়। এভাবে ছোটবেলা থেকে যদি বুঝতে পারে ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য তাহলে সে বড় হয়ে অবশ্যই পারবে ন্যায়ের প্রতিনিধি হতে। আর কেউ যদি আইন শিক্ষাকে অন্তরে ধারণ করে তাহলে অবশ্যই সে ন্যায়ের প্রতিনিধি হতে পারবে। আইন সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজেদের মতো করে আইন তৈরি করে এবং সেগুলোর ব্যবহার করে। ফলে নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আমাদের সমাজে কয়জন মানুষ সমস্যার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু আইনগত সমাধান পান? এক্ষেত্রে সবসময় আইন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের দায়ী করা হয়। নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হলে তো সে অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে না। অনেক শিক্ষিত লোক আছেন যারা আইনের খুব সাধারণ বিষয়গুলো জানেন না। ন্যায়বিচারের আশায় তাকে হন্যে হয়ে ছুটতে হয় এবং বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয়। আইন শিক্ষা গ্রহণ বা আইন সম্পর্কে জানা এ বিষয়গুলো কেমন জানি একপেশে হয়ে গেছে। বিষয়গুলো এমন যে, কিছু মানুষ আইন শিখবে আর তারা অন্য সব মানুষের আইনগত চাহিদা পূরণ করবে। কিন্তু ন্যায়বিচার পেতে হলে নিজেকেও তো আইন মানতে হবে। আমাদের দেশে মাত্র ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগ আছে। দেশে যে কয়টি আইন কলেজ আছে সেগুলোও সীমিত। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যারা বের হয় তারা সংখ্যায় কম। আজকে শিশু আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। বড় হয়ে এদের কেউ হবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উকিল কেউবা শিল্পপতি কিংবা সমাজসেবক বড় চাকরে ইত্যাদি। তাদের আমরা যা শিক্ষা দেব ভবিষ্যতে ঠিক সেভাবেই তারা গড়ে উঠবে। প্রাথমিক পর্যায়ে আইন শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। এটা অনেক বৃহৎ বিষয় এবং এর সঠিক প্রয়োগ আগামী প্রজন্মের জন্য বয়ে আনবে। আইনের খুব সাধারণ এবং দৈনন্দিন জীবনে যেসব আইনগত বিষয় আমাদের প্রয়োজন সেগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আইন বিষয়ক পাঠ্যবই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারবে।

সুরাইয়া নাসরীন
আইন বিভাগ (৪র্থ বর্ষ), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া